মালাকরহীন কাননে নীলাঞ্জনা ডালিয়া - ১০

হিফজুর রহমান

[আগের সংখ্যাটি পড়ার জন্যে এখানে টোকা দিন]

সত্যিই হতবাক হয়ে যায় দেবাশীষ। এক ত্রিশঙ্কু অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে সে। ওদের সম্পর্ককে যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোকনা কেন, ওটা যে বন্ধুত্বের বৃত্ত ছাড়িয়ে যেতে শুরু করেছে সেটা ওরা নিজেরাই টের পাচ্ছিল। দেবাশীষের নিজের সংসারে অপূর্ণতা এবং ডালিয়ার মধ্যে অনেক কিছু পাবার সম্ভাবনা ওকে ডালিয়ার দিকে ক্রমাগত জোরদারভাবে ধাবিত করতে শুরু করে পরিচয়ের অল্প ক'দিন পর থেকেই। অবশ্য, ডালিয়ার আকর্ষণ ও অকুণ্ঠ ব্যবহারও সেজন্যে অনেকটা দায়ী। কারণ, অনেক না পাবার যাতনা সহ্য করতে করতে দেবাশীষ ওর নিজেকে ঘিরে একটা শক্ত খোলস তৈরী করে ফেলেছিল। ধরেই নিয়েছিল, সব সুখ মানুষের হয়না। কিন্তু, ওর জীবনে ডালিয়ার অনুপ্রবেশ এবং ডালিয়ার কৌশলী পদবিক্ষেপে দেবাশীষের অনেকদিনে গড়া খোলস এবং সব প্রতিরক্ষা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। মরুভূমির চরম আবহাওয়ায় অনেক দিন চলতে থাকা অভিযাত্রী মরুদ্যান দেখলে যেমন ধেয়ে যায়, তেমনি অবস্থা দেবাশীষের। ডালিয়ার একটুখানি স্পর্শও ওর রক্তে পদ্মার বান ডাকায়।

অপর দিকে ডালিয়ারও অবস্থা এমন যে সে শেষপর্যন্ত বলে ওঠে, 'তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবোনা।'

দেবাশীষ জানেনা ওদের সম্পর্কের যৌক্তিক পরিণতি কি? তবে অর্পিতা আর অর্ককে একেবারেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যাওয়াটা ওর পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। একথা সে কখনোই ভাবতে পারেনা। কারণ অর্পিতার সাথে ওর যাই হোকনা কেন, ওর আত্মজের মাতা হিসেবে দেবাশীষ ওকে যথেষ্ঠ সম্মান করে, সেটা অর্পিতা বুঝতে পারুক বা না পারুক। ওদিকে ডালিয়া তার স্বামী হাফিজকে ছেড়ে চলে এসেছে তার একমাত্র কন্যাকে নিয়ে খিলগাঁয়ে বাবার বাসায়। যদিও সেটা আইনসম্মত ছেড়ে আসা নয়। দেবাশীষ একবার ভাবে, ওর মাঝে সকল অপূর্ণতা পূরণের আভাস পেয়েই ডালিয়া তার সংসার ছেড়ে চলে এসেছে, দেবাশীষের একান্ত হবার জন্যে। কিন্তু, এটা কেবল মোহও হতে পারে, ভাবে দেবাশীষ। কারণ ওর জীবনে সে সব কমফোর্ট ছিলনা যার কল্পনা করতো সে। সেটাই হয়তো ওকে হাফিজের সংসার বিমুখ করে তুলেছে।

সেই স্কুলের শেষ দিকের ছাত্রী হিসেবে হাফিজকে প্রথম দেখেই সে প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। হাফিজ তখন দুবাইতে যে হোটেলে ওয়েটার হিসেবে কাজ করতো সেই হোটেলেই ফুড অ্যান্ড বেভারেজেস ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতেন ডালিয়ার বাবা তাহের সাহেব। দীর্ঘদিনের হোটেলিয়ার হিসেবে অভিজ্ঞতা ছিল তার। আর তার কর্মস্থলে বাঙালী কোন স্টাফ পেলেই তিনি তাদের আপন করে নিতেন। কারণ, তার দীর্ঘ প্রবাস বাসে উত্থান হয়েছে সেই ছোট অবস্থান থেকেই। তাই যে কোন মর্যাদার বাঙালীই তার কাছে আপন ছিল। কেউ দেশে ফিরছে একথা জানতে পারলেই তাকে তিনি ঢাকায় স্ত্রী সন্তানদের সাথে দেখা করে আসার জন্যে বলতেন এবং তাদের জন্যে বাহক মারফত অনেক উপহার ও প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র পাঠাতেন। তারই ধারাবাহিকতায় হাফিজের প্রবেশ ডালিয়াদের বাসায় সেই অনেক বছর আগে। বিদেশে হোটেলে কাজ করার কারণে হাফিজের বহিরঙ্গ আপাতঃ আকর্ষণীয়ই ছিল। সেই বয়েসে ডালিয়ারও মনে হয়েছে, হাফিজ বেশ স্মার্ট। সেই থেকেই সে হাফিজের অনুরক্ত হয়ে পড়ে। পরের বার হাফিজ আসতেই

ডালিয়া পালিয়ে গিয়ে হাফিজকে বিয়ে করে ফেলে। কারণ, ও জানতো ওর বাবা-মা আর সব কিছু মেনে নিলেও একজন ওয়েটারের সাথে ওর বিয়ে দেবেন না। শেষপর্যন্ত কোন উপায়ন্তর না দেখে তারা তাদের বিয়েকে আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত করেন। আর হাফিজ বিয়ের সাথে সাথেই একটি সন্তানের আশ্বাসে ডালিয়াকে ভরে দিয়ে চলে যায় প্রবাসে।

কন্যা সন্তান হবার পর একবার এসেছিল হাফিজ দেশে। তারপর দীর্ঘ প্রবাস জীবন-যাপন করে সে। এরই মধ্যে ডালিয়ার বাবা দেশে এসে থিতু হবার চেষ্টা করেন। আর ডালিয়া মা-বাবার সাথে থাকার কারণে কন্যা বড়ো করার দায় থেকে মুক্তি পায় এবং লেখা-পড়া করতে থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন্সে মাষ্টার্স করার পর আবার গ্যেটে ইন্সটিটিউটে ভর্তি হয়েছিল। হাফিজ ডালিয়ার এই উচ্চতর পড়াশোনার ব্যাপারে কুঁই কুঁই করে আপত্তি তুললেও ডালিয়া নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে হাফিজের কোন আপত্তিতেই সায় দেয়নি। তবে গ্যেটে ইন্সটিটিউটে জার্মান ভাষা শেখার পাট কিছুটা এগোবার পরপরই হাফিজও দেশে চলে আসে। যুদ্ধ পরবর্তিকালে মধ্যপ্রাচ্যে মন্দার কারণে বিদেশ থেকে আসা কর্মীদের কারো অবস্থাই খুব ভালো যাচ্ছিল না। তাই হাফিজের দেশে প্রত্যাবর্তন। এসেই ঢাকা শেরাটনের ফ্রন্ট অফিসে কাজ পেয়ে যায় ও। তারপর ভাইয়ের সাথে বাসা নিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে ডালিয়া আর একমাত্র কন্যা ইউনাকে নিয়ে সংসার পাতে সে মগবাজারের মধুবাগে, এক গলিতে। দুই বেডরুমের বাসা। দুটো পরিবার। আরেকটি কক্ষ, সেটা ড্রয়িং রুমও আবার গেস্ট রুমও। ওই রুমে হাফিজের রংপুরের আত্মীয়-স্বজনের মিছিল লেগে থাকতেই। আর তাতেই ডালিয়ার একটা কোজি নিজস্ব সংসারের স্বপ্ন মার খেয়ে যায়। ভাগের সংসারে এবং অর্ধশিক্ষিতদের ভিড়ে ওর স্বপ্নগুলো মিলিয়ে যেতে থাকে। ডালিয়ার শখ, ছুটির দিনে স্বামীকে নিয়ে নাটক দেখবে, নাটক সরণীতে। আর ওই সময় হাফিজের বড্ডো ঘুম পায়। সে অকাতরে ঘুমোয়। কারণ সপ্তাহের বাকি দিনগুলোতে তার প্রচন্ড খাটুনি যায়। রিসেপশন কাউন্টারেই দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তার কর্মসময়ের অধিকাংশ। হাফিজের গৃহমুখীতা ও অপার ঘুম একটু একটু করে ডালিযার স্বপ্নের বাতিগুলোকে নিভিয়ে দিতে থাকে।

শেষপর্যন্ত, নিজেকে বিকশিত করার জন্যেই কয়েকটি জায়গায় ছোটখাটো বিভিন্ন রকম চাকরী করার পর ডালিয়া তার বর্তমান কম্পিউটার কোম্পানীতে প্রায় থিতু হয়ে বসে। ডালিয়ার এই চাকরী করাটাকে হাফিজ কখনোই পছন্দ না করলেও ওই বাড়তি আয়ের ফলে সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য আসছে দেখে সে আর বেশি প্রতিবাদের পথে যায় না। তবে, ডালিয়ার উড়ু উড়ু মনটাকে কটাক্ষ করার সুযোগ পেলে সেটা করার সুযোগও ছাড়েনা। তবে, একটা কাজে সে সফল হয়। সেটা হলো, ডালিয়ার গ্যেটে ইন্সটিটিউট যাওয়া। তার মতে ওটা একটা "বেহুদা" কাজ, সুতরাং ওটা ডালিয়াকে বাদ দিতেই হবে। অনেক লড়াইয়ের পর ডালিয়া হার মানে। তার জীবন একটা অতি সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকে, আর ডালিয়ার মন ভরে যেতে থাকে অদ্ভুত এক বিবমিষায়। ইতোমধ্যে হাফিজ নতুন তিন তারকা হোটেলে এই ফুড অ্যান্ড বেভারেজেস ম্যানেজারের চাকরী পেয়ে যায়, এবং সেখান থেকেই দেবাশীষ-ডালিয়া এপিসোডের আরম্ভ।

এই সব কথাই দফায় দফায় দেবাশীষকে জানিয়েছে ডালিয়া, তাদের আশুলিয়া ট্রিপের মাঝে মাঝে। এখন ওদের প্রতিদিনই দেখা হয় এবং প্রতিদিনই ছুটে যাওয়া হয় আশুলিয়া। দেবাশীষ অফিস ছুটির পর এক দুর্ণিবার আকর্ষণে ডালিয়ার অফিসে ছুটে আসে। পথে চালক অপুকে নামিয়ে দেয়। কারণ, ও এখনো চায়না ওর আর ডালিয়ার সম্পর্ক নিয়ে এখনো কোন কথা উঠুক। ডালিয়ার অফিস থেকে ওকে তুলে নিয়ে ওরা সোজা ছুট দেয় আশুলিয়ার দিকে। আশুলিয়ায় তুরাগ ভরভরন্ত যৌবনে মেতে ওঠে। আবার

ওদের যাওয়া-আসার মাঝেই আবার বিগত যৌবনা হয়ে শীর্ণ দেহ নিয়ে পড়ে থাকে নিতান্তই অবহেলায়। প্রতিদিনই ওদের নিজ নিজ কোটরে ফিরতে দেরি হয়ে যায় অনেকই।

এরই মধ্যে ডালিয়ার বাবা-মায়ের ডাকে দেবাশীষ ওদের খিলগাঁয়ের বাসায় গিয়েছিল। ওদেরকে অকপটেই দেবাশীষের কথা জানিয়েছে ডালিয়া। সে একথাও জানাতে ভোলেনি যে, দেবাশীষের সাথে ওর সম্পর্ক কোন যৌক্তিক পরিণতি না পেলেও সে হাফিজের ঘরে আর ফিরে যাবে না। হাফিজ বেশ ক'বারই ডালিয়াকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়। তবে, একটা বিষয় উপলব্ধি করতে পেরেছে দেবাশীষ ডালিয়ার বাবা-মায়ের কথায়, ডালিয়া খুব বেশি খেয়ালী সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে এবং তার কোন খেয়ালী সিদ্ধান্ত পাল্টাতেও তার সময় লাগেনা। এই কথাটাই দেবাশীষকে সচকিত করে তুলেছে। কারণ ইতোমধ্যেই ডালিয়া বেশ ক'বার হাফিজকে ডিভোর্স করার কথা বলেছে, কিন্তু এসম্পর্কে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেয়ার কথা উঠলেই সে আবার চুপ থেকে মত পরিবর্তনের আভাসও দেয়। ডালিয়া না বললেও ওর পরিবারের লোকজনের কথা থেকেই জানতে পারে দেবাশীষ, প্রায় শুক্রবারেই সে হাফিজের বাসায় যায়। কিন্তু, সপ্তাহের বাকি ক'দিন সে দেবাশীষ ছাড়া আর কাউকেই চেনেনা। এই সব দেখে একটু থমকে যায় যেন দেবাশীষ। এরই মধ্যে সে ডালিয়াকে আবার গ্যেটে ইন্সটিটিউটে ভর্তি করে দিয়েছে তার অধরা স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যে। টুকটাক সাহায্যও করতে শুরু করলো ও ডালিয়াকে। ডালিয়ার বাবাদের বাসায় খালি হাতেও কখনো যেতোনা সে। তবে প্রতি শুক্রবার যে ডালিয়া হাফিজের বাসায় যায় সে, সেকথাটাই দেবাশীষের মনে কাঁটা হয়ে বিঁধে আছে। ডালিয়ার ধারণা, দেবাশীষ এসম্পর্কে কিছুই জানে না। অথচ, দেবাশীষ মনে করে ডালিয়া তাকে একথা জানালে সমস্যাতো নেই কোন। এটা লুকানোতেই ডালিয়ার প্রতি দেবাশীষের সব আস্থাই টলে যায়। তারপরও এনিয়ে কোন কথা ডালিয়াকে বলতে ওর রুচিতে বাধে।

এর মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কোন সময়ে ডালিয়া ওর কাছে ওদের সম্পর্কের পরিণতির কথা জানতে চেয়েছে কয়েকবারই। আর দেবাশীষ বারবারই একটা কথা বলেছে, অর্পিতা আর অর্ককে চিরতরে পর সে করে দিতে পারবেনা, কারণ ওরা ওর দায়িত্ব। তবে, অর্ক ওর কাছে দায়িত্বেরও অনেক উর্ধে। এই সম্পর্ক টিকিয়ে রেখে যে কোন পদক্ষেপই নিতে পারবে সে। সেটা ওদের বিয়ে পর্যন্তও গড়াতে পারে, পৃথক সংসারও করতে পারে ওরা। দেবাশীষের যা আয় তাতে দুই সংসার চালানো কোন সমস্যা নয়। এই কথা বলতে গিয়ে এই রক্ষণশীল সমাজের কথা মোটেও ভাবেনা ও। তার যুক্তি দুটো মানুষ এক হয়ে যদি একটু নিটোল সুখ পায় তাতে দোষের কি? সারাক্ষণ সুখী সুখী ভাব করার মতো ভন্ডামী আর নাই বা করলো ওরা। তাছাড়া ওরা কাউকেতো বঞ্চিতও করছেনা। অবশ্য ডালিয়ার কথা আলাদা। ওকে স্বামীর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে চিরতরেই। কারণ, এই সমাজে একজন মহিলা দুই স্বামী নিয়ে বসবাস করছে এমন কথা কেউ ভাবতেও পারেনা। এটাতো দ্রৌপদির যুগ নয় যে কেউ পঞ্চ পান্ডবের সাথেই সংসার করবে।

ডালিয়া অর্পিতা আর অর্কর সাথে দেবাশীষের সম্পর্ক রাখতে চাওয়াটাকে প্রথম থেকেই মেনে নিয়েছিল। সুতরাং এবিষয়ে কোন সমস্যা ছিলনা। তবে, মাঝে মধ্যে ওরা দু'জন মিলে বিদেশে গিয়ে বসবাস করা যায় কি না সে সম্পর্কে ওর মত বুঝতে চেয়েছে। দেবাশীষ এমুহূর্তেই বিদেশ যাবার কথা ভাবছেনা। পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে বলেও সে মত প্রকাশ করেছে। এ নিয়ে ডালিয়াও খুব একটা উচ্চবাচ্য করেনি।

ওরা দুজন কেবল দু'জনাতেই মেতে ছিল। তবে, ওদের উচ্ছাস দেবাশীষের ঘরে ভাঙনের আভাস দিতে লাগলো। আর ডালিয়ার মেয়ে ইউনাও আবার ওদের সম্পর্কটাকে খুব সহজে যে মেনে নিচ্ছে না সেটাও বোঝা যাচ্ছিল স্পষ্ট। এটা নিয়ে কোন না কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যে জরুরী প্রয়োজন সে কথা

ডালিয়াকে বোঝাতে যথেষ্ঠই বেগ পেতে হলো। বুঝে সে কিছুদিনের জন্যে মেয়েকে দার্জিলিংয়ের কোন একটা ভালো বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করার পক্ষে মত দিল। এর পেছনে দেবাশীষের যুক্তি হলো, বর্তমান সময়ের তিক্ততা থেকে ইউনাকে একটু সরিয়ে রাখা। কারণ, একটু সময় পেলে ইউনাকে একটা স্বাভাবিক পর্যায়ে এনে বোঝানো সম্ভব হতেও পারে। এই ধারণা ডালিয়ার মনঃপুত হওয়াতে দেবাশীষ উঠে পড়ে লাগলো দার্জিলিংয়ের কোন বোর্ডিং স্কুলে ইউনাকে ভর্তি করাবার জন্যে। বন্ধু নিজামের ছেলে পড়ে দার্জিলিংয়ে। ওর সাহায্য নেয়াতে সব কিছুই সহজ হয়ে এলো। ইউনার ভর্তি হয়ে গেল, পাসপোর্ট-ভিসাও হলো। যাবার সব আয়োজনও চলতে লাগলো সবার উৎসাহে। সব খরচ দেবাশীষের। ডালিয়া মাঝে মধ্যে ক্ষীণ আপত্তি করলেও সেটা ধাক্কা মেরে উড়িয়ে দেয় দেবাশীষ। ও বলে, ইউনাতো এখন ওরই মেয়ে। সুতরাং, ওর সব দায় দায়িত্বও ওরই। এতে ইউনাও যেন একটু আনন্দিত। বয়েস যতোই কম হোক না কেন, সে পরিবর্তনটা ভালো করেই বুঝতে পারে। তাই সেও বোধ হয় এই গুমোট পরিবেশ থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়।

ইউনার যাবার সব ব্যবস্থা চূড়ান্ত। ডালিয়া, ডালিয়ার বাবা-মা এবং বোন মনি যাবে ইউনাকে রেখে আসতে। দেবাশীষের পক্ষে যাওয়া সম্ভব হলোনা, কারণ ওকে অফিসের কাজে হঠাৎ করেই যেতে হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় প্রায় এক মাসের জন্যে। সব ঠিক ঠাক করে দেবাশীষ চলে গেল ইন্দোনেশিয়া। সেখান থেকে ঢাকায় ফেরার পথে মালয়েশিয়ার বুড়ি ছুঁয়ে আসবে। এবার একেবারে নিশ্চিন্ত দেবাশীষ।

একমাস পর দেশে ফিরলো দেবাশীষ। বাসায় লটবহর রেখে ছুট দিল ডালিয়াদের বাসায়। ওরা সবাই ওর জন্যে অপেক্ষা করছে। কুয়ালালামপুর থেকে ডালিয়ার অফিসের ফোনে দেবাশীষ জানিয়ে দিয়েছিল আজ ওর দেশে ফেরার কথা। আজ শুক্রবার, ছুটির দিন। ডালিয়াও বাসায় আছে। তবে, ওর মনটা নিশ্চয়ই খারাপ হবে কিছুটা, মেয়েকে দার্জিলিং রেখে আসার কারণে। অ্যাতোদিনে ইউনাও নিশ্চয়ই থিতু হয়েছে ওর বোর্ডিং স্কুলে।

ডোর বেল বাজালো ও ডালিয়াদের বাসার। সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় দরজাটা খুলে গেল। একই সঙ্গে বজ্রাঘাত হলো যেন দেবাশীষের ওপর।

[লেখকের পরিচিতি জানতে শীর্ষে তাঁর ছবিটিতে টোকা মারুন]

(চলবে)